

■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৪৭০

পর্ব-২৭: ফিতনাহ (كتاب الْفَتَن)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - কিয়ামতের পূর্বলক্ষণসমূহ এবং দাজ্জালের বর্ণনা

الفصل الاول (بَابُ الْعَلَامَاتِ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ وَذِكْرِ الدَّجَّالِ)

আরবী

وَعَن عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرُ وَإِنَّ الْمُسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عنبة طافية». مُتَّفق عَلَيْهِ

متفق عليه ، رواه البخارى (7407) و مسلم (100 / 169)، (7361) ـ (مُتَّفق عَلَيْهِ)

বাংলা

৫৪৭০-[৭] 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি তোমাদের নিকট নিশ্চয় গোপন নয়। নিশ্চয় আল্লাহ কানা নন, কিন্তু দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। তার এই চোখিট হবে ফোলা আঙ্গুরের মতো। (বুখারী ও মুসলিম)

ফুটনোট

সহীহ: বুখারী ৩৪৩৯, মুসলিম ২৭৪-(১৬৯), সহীহুল জামি ২৬৩৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৪৫৬, মুসনাদে বাযযার ৪৬৩৪, মুসনাদে আহমাদ ৪৯৪৮, আবু ইয়া'লা ৫৮২৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৯৩৮।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা:(أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى) দাজ্জালের ডান চক্ষু ত্রুটিযুক্ত, যেন তা একটি আঙ্গুরের দানার মতো উপরের দিকে



উঠানো রয়েছে। অথবা চোখের জ্যোতি হারিয়ে গেছে। এ হাদীসে (اً عُوْرُ عَيْنِ الْيُمْنَى) বলা হয়েছে। আবার অন্য বর্ণনায় (اً عُوْرَ الْعَيْنِ الْيُسْرَى) বলা হয়েছে। ইমাম মুসলিম উভয় বর্ণনাকে তার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মূলকথা হলো দাজ্জালের উভয় চক্ষু ক্রটিযুক্ত। একচোখের জ্যোতি নেই আর অন্য চোখের ক্রটি রয়েছে। এটা কাষী ইয়ায (রহিমাভ্ল্লাহ)-এর সর্বশেষ কথা। (শারভ্ন নাবাবী ২/২৭৩)

ইবনু মাজাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, দাজ্জালের বাম চক্ষু ক্রটিযুক্ত, তার মাথার চুল কোকড়ানো। তার কাছে জায়াত ও জাহায়াম থাকবে। তার জাহায়াম মূলত জায়াত আর জায়াতটি জাহায়াম। ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) ফতহুল বারী গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন: এই ভিন্নতা দর্শক ও প্রদর্শনকারীর ভিন্নতার আলোকে হবে। হয়তো দাজ্জাল একজন জাদুকর হিসেবে কোন কিছুকে বিপরীত আকৃতিতে পেশ করে দেখাবে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের নিয়ন্ত্রিত জায়াতের ভিতরে জাহায়াম এবং জাহায়ামের ভিতরে জায়াত লুকিয়ে রাখবেন। এটিই অগ্রাধিকার যোগ্য। অথবা জায়াত দ্বারা নি'আমাত ও রহমতকে রূপকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে আর জাহায়াম দ্বারা কন্ট ও পরীক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। যে তার আনুগত্য করবে সে তাকে জায়াত দ্বারা পুরস্কৃত করবে। প্রকৃতপক্ষে পরকালে এটা তাকে জাহায়ামে ধাবিত করবে। এমনিভাবে এর বিপরীতটা হবে বিপরীত। অথবা এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, দাজ্জালের ফিতনায় পড়ে দর্শক অস্থির হয়ে আগুনকে জায়াত মনে করবে অথবা এর বিপরীত। (ইবনু মাজাহ ৩/৪০৭১)।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি □ বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন